





# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নৌপরিবহন অধিদপ্তর

# অভ্যন্তরীণ নাবিকদের ডাটাবেজ এবং সার্ভিস বুক সিস্টেম (ইনল্যান্ড নাবিক ডাটাবেজ, সার্ভিস বুক, প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)

ব্যবহার নির্দেশিকা (সহায়িকা) ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আবেদন- ক্রম ৬

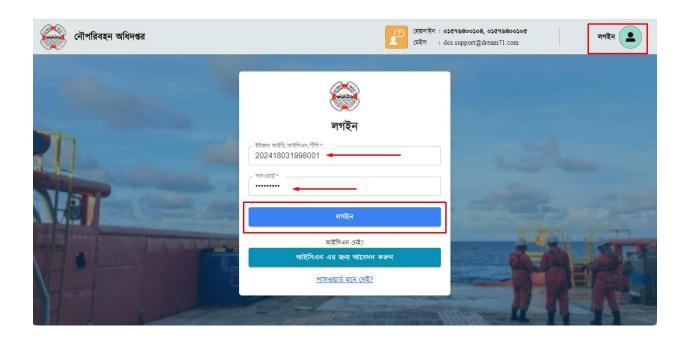
### প্রস্তুতকারক :

Dream71 वाःलापिश लि.

বাড়ি নং 16 (লেভেল 5) ব্লক এ, বসুন্ধরা আর/এ, ঢাকা 1229



ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আবেদনের জন্য প্রথমে আবেদনকারী http://inlandcrew.dos.gov.bd/login ওয়েবসাইটে লগইন করবে।

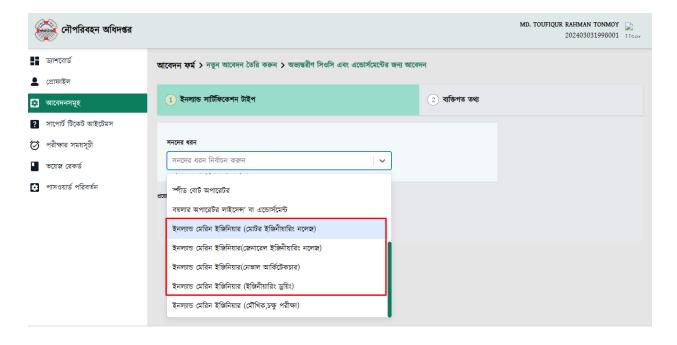


আবেদনকারী নতুন হলে প্রোফাইল আপডেট করে সার্ভিস বুকের জন্য আবেদন করবে। সার্ভিস বুক ইস্যু হওয়ার পর আবেদনকারী বাম পাশের মেন্যু থেকে আবেদনসমূহ সেকশনে যাবে। আবেদনকারী পুরনো হলে বা আগেই প্রোফাইল আপডেট করে সার্ভিস বুক পেয়ে থাকলে সরাসরি বাম পাশের মেন্যু থেকে আবেদনসমূহ সেকশনে যাবে। এখানে লক্ষণীয়, ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আবেদন করার জন্য প্রোফাইলে বিভাগ অবশ্যই ইঞ্জিন সিলেক্ট করতে হবে। এরপর অভ্যন্তরীণ সিওসি এবং এন্ডোর্সমেন্টের জন্য আবেদন অপশনে যাবে।



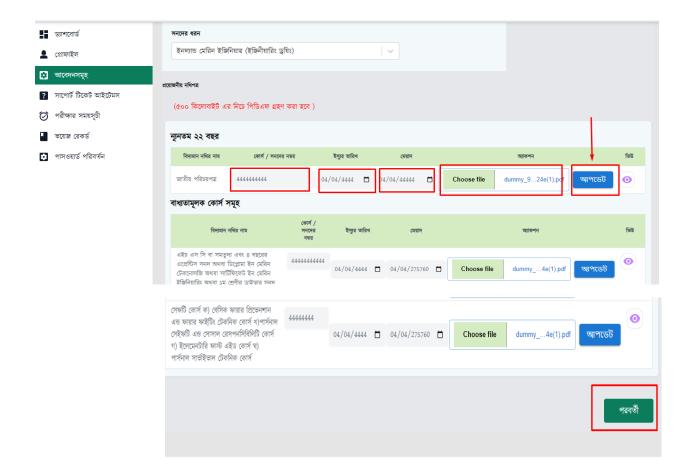


এরপর আবেদনকারী সনদের ধরন সিলেক্ট করবে। একটি ড্রপডাউন সিলেক্ট করলে একটি সনদের ধরণ তালিকা গুপেন হবে। আবেদনকারী ড্রপ ডাউন থেকে ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার লিখিত ৪ টির (মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ, জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ, নেভাল আর্কিটেকচার, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং) যেকোনো একটি পরীক্ষা নির্বাচন করবে। এখানে লক্ষণীয় যে, ৪টি লিখিত পাশ না করলে মৌখিক ও চক্ষু পরীক্ষা দিতে পারবে না।



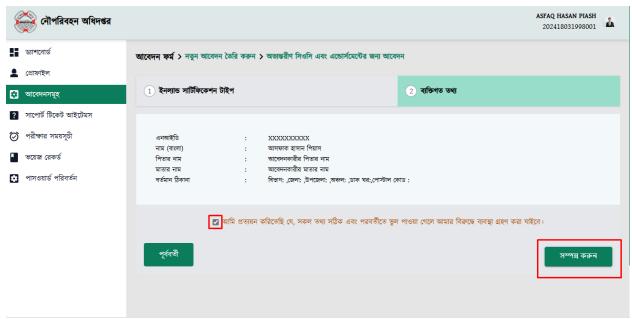


ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের "ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রায়িং" জন্য এপ্লাই করলে প্রয়োজনীয় নথি দিতে হবে। আবেদন সিলেক্ট করার পর সেই আবেদনের প্রয়োজনীয় নথির নাম বাম পাশে দেখাবে। প্রত্যেক নথির নামের পাশে সেই নথি বা সনদের নম্বর, ইস্যুর তারিখ, মেয়াদ শেষের তারিখ, সেই সনদটির ডিজিটাল কপি সিলেক্ট করে আপলোড করবেন। সব নথি বা সনদ আপলোড করা হলে পরবর্তী বাটনে ক্লিক করবেন।

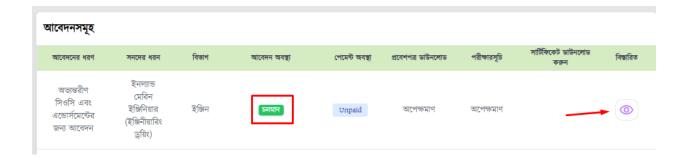


"পরবর্তী" বাটনে ক্লিক করার পর তার ব্যক্তিগত তথ্য দেখাবে। সকল তথ্য ঠিক থাকলে নিচের টিক বক্সে টিক দিয়ে সম্পন্ন করুন বাটনে ক্লিক করবেন।





এখন একটি আবেদন করা সফলভাবে সম্পন্ন হল। কোন আবেদন কি অবস্থায় রয়েছে, তা আবেদনকারী আবেদনটির স্ট্যাটাস দেখে জানতে পারবে। এখন আবেদনের স্ট্যাটাস চলমান।

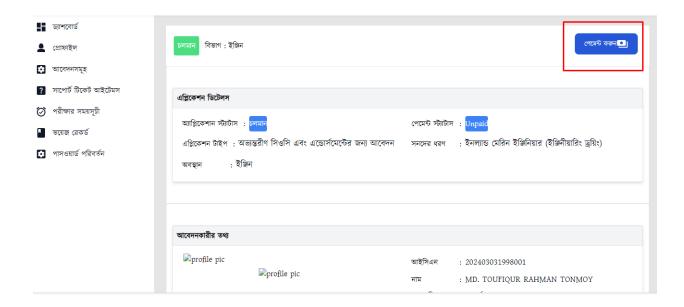


এখন আবেদনকারী পেমেন্ট করবে। পেমেন্টের জন্য প্রথমে আবেদনকারী আবেদনের সর্বোডানে বিস্তারিত বাটনে ক্লিক করবে।

বিস্তারিত পেজে গেলে আবেদনকারী তার জমা দেওয়া ডকুমেন্ট গুলো এবং তার ভয়েজ রেকর্ড দেখতে পারবে।

পেমেন্ট করতে হলে উপরের ডান পাশে পেমেন্ট করুন বাটনে ক্লিক করতে হবে। এই বাটনে ক্লিক করলে সোনালি ব্যাংকের গেটওয়েতে চলে যাবে এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে।



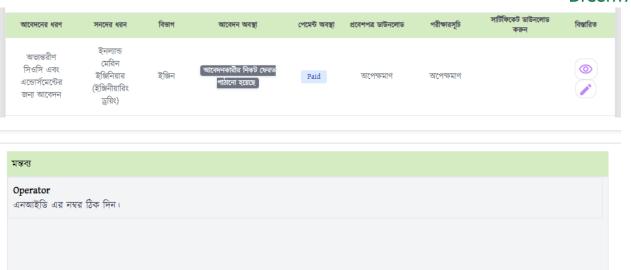


ট্রানজেকশনটি সফল হলে আবেদনকারী আবার ড্যাশবোর্ডে ফেরত আসবে। এখানে আবেদনটির পেমেন্ট স্ট্যাটাস পেইড দেখাবে এবং আবেদনটির স্ট্যাটাস হবে অপারেটর ডেস্ক। এর মাধ্যমে আবেদনকারী বুঝবে যে আবেদনটি এখন অপারেটর ডেস্কে রয়েছে।।

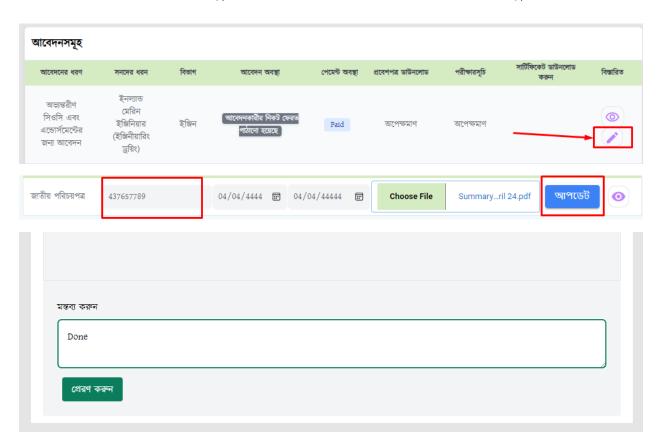


আবেদনকারী আবেদন করার পর আবেদনিটর প্রথমে এপ্লিকেশন এসেসমেন্ট অপারেটর এর কাছে যাবে। কোন কারণে যদি অপারেটর আবেদনকারীর কাছে ফেরত পাঠায়, তাহলে স্ট্যাটাসটি হবে "আবেদনকারীর নিকট ফেরত পাঠানো হয়েছে"। আবেদনের ভিউ অপশনে (চোখের আইকন) গেলে আবেদনকারী কমেন্ট বক্স থেকে দেখতে পারবে কি কারণে অপারেটর ফেরত পাঠিয়েছে। এই কমেন্টবক্স থেকেই আবেদনকারী বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আবেদনটি দেখছে, তাদের কমেন্ট দেখতে পারবে।



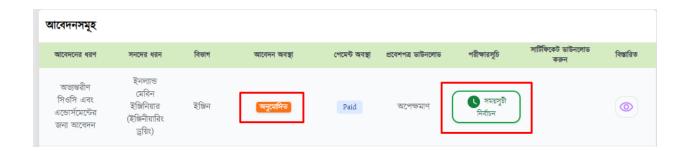


নথি ঠিক না থাকলে পুনরায় ড্যাশবোর্ডে গিয়ে ভিউ বাটনের পাশে এডিট বাটন প্রেস করে তারপর প্রয়োজনীয় নথি সংশোধন করে আপলোড করতে হবে। সাবমিট করতে হলে একইভাবে ড্যাশবোর্ডে এসে ভিউ বাটনে ক্লিক করে মন্তব্য লিখে "প্রেরণ করুন" বাটনে ক্লিক করতে হবে।





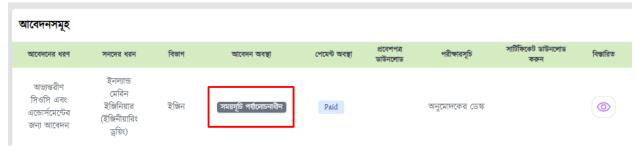
একজন অপারেটর আবেদনটি দেখে সবকিছু ঠিক থাকলে অনুমোদকের নিকট পাঠিয়ে দিবে এবং অনুমোদক অনুমোদিত করলেই আবেদনটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবে, স্ট্যাটাস হবে "অনুমোদিত"।



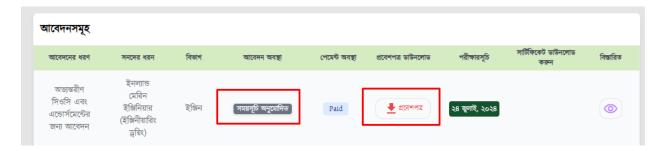
অনুমোদক অনুমোদন করার পর আবেদনকারী শিডিউল সিলেক্ট করবে। এজন্য আবেদনের পাশে "সময়সূচী নির্বাচন" নামের একটি বাটন যুক্ত হবে। এই বাটনে ক্লিক করে সব এভেইলেবল তারিখ থেকে আবেদনকারী একটি শিডিউল "নির্বাচন করুন" বাটনে ক্লিক করে সিলেক্ট করবে। এই অবস্থায় আবেদনের স্ট্যাটাস হবে "সময়সুচি পর্যালোচনাধীন"।







শিডিউল অপারেটর এপ্রুভ করলে আবেদনকারীর জন্য এডিমিট কার্ড ডাউনলোড করার বাটন উন্মুক্ত হবে। আবেদনকারী এডিমিট কার্ড ডাউনলোড করে পরীক্ষা দিতে যাবে। এই অবস্থায় আবেদনের স্ট্যাটাস হবে "সময়সুচি অনুমোদিত"।





আবেদনকারীর লিখিত ৪ টি পৃথকভাবে পাশ করতে হবে। আবেদনকারী তার পরীক্ষার ফলাফল ড্যাশবোর্ডের সকল আবেদনের ফলাফলের নিচে দেখতে পারবে। আবেদনকারী ১ম পরীক্ষায় পাশ করলে বাকি ৩ টি থেকে যেকোনো একটি আবেদন করবেন। বাকি ৩টি লিখিত পরীক্ষায় আর কোন নথি যাচাইয়ের প্রয়োজন পড়বে না। সকল লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে আবেদনকারী ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার মৌখিক ও চক্ষু পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

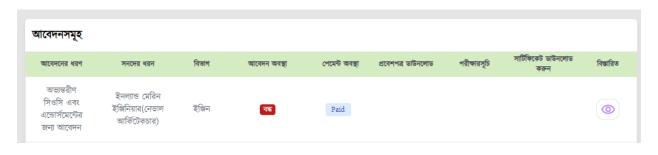
<b>া</b> ভাশবোর্ড	আবেদন আইডি	আবেদনের তারিখ	আবেদনের ধরন	সনদের ধরন	বিভাগ	লিখিত	মৌখিক	চক্ষু পরীক্ষা	অ্যাকশান
এাফাইল     আবেদনসমূহ     সাপোর্ট চিকেট আইটেমদ	23	১১ আগস্ট, ২০২৪	অভ্যন্তরীণ সিওসি এবং এভোর্সমেন্টের জন্য আবেদন	ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার(জেনারেল ইঞ্জিনীয়ারিং নলেজ)	ইঞ্জিন	পাস	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
<ul> <li>পরীকার সময়সূচী</li> <li>ভয়েজ রেকর্ড</li> </ul>	22	১১ আগস্ট, ২০২৪	অভ্যন্তরীণ সিওসি এবং এভোর্সমেন্টের জন্য আবেদন	ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার (মোটর ইঞ্জিনীয়ারিং নলেজ)	ইঞ্জিন	পাস	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
🔯 পাসওয়ার্ভ পরিবর্তন	21	১১ আগস্ট, ২০২৪	অভ্যন্তরীণ সিওসি এবং এভোর্সমেন্টের জন্য আবেদন	ইনল্যান্ত মেরিন ইঞ্জিনিয়ার(নেভাল আর্কিটেকচার)	ইঞ্জিন	পাস	প্রয়োজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
	20	১১ আগস্ট, ২০২৪	অভ্যন্তরীণ সিওসি এবং এভোর্সমেন্টের জন্য আবেদন	ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার(নেভাল আর্কিটেকচার)	ইঞ্জিন	<b>হে</b> ল্ল	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
	19	১১ আগস্ট, ২০২৪	অভ্যন্তরীণ সিওসি এবং এভোর্সমেন্টের জন্য আবেদন	ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার (ইঞ্জিনীয়ারিং ডুয়িং)	ইঞ্জিন	পাস	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	

মৌখিক ও চক্ষু পাস করলে আবেদনটির জন্য সনদ অনুমোদনের প্রসেস শুরু হবে। এই প্রসেসে প্রধান পরীক্ষক, প্রিন্টিং অপারেটর ও মহাপরিচালকের যুক্ত থাকেন। তাদের সবার মতামত আবেদনকারী কমেন্ট বক্স থেকে দেখতে পারবে। সনদ প্রিন্ট না হওয়া পর্যন্ত আবেদনটির স্ট্যাটাস থাকবে "সনদের জন্য অপেক্ষমান"।





আবেদনকারী যদি কোন লিখিত পরীক্ষায় ফেল করে বা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তাকে ঐ পরীক্ষার রি-সিট করতে হবে। এজন্য কোনো পরীক্ষায় ফেল করলে সেই আবেদনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরীক্ষার ফলাফলের পাশে রি-সিট বাটন উন্মুক্ত হয়। আবেদনকারী এই রি-সিট বাটন ক্লিক করে নতুন আবেদন করবে। এখানে উল্লেখ্য, ১ টি লিখিত পরীক্ষা ফেলের সাথে অন্য লিখিত পরীক্ষার কোন সম্পর্ক নেই।





রি-সিট করার পর পেমেন্ট করতে হবে যা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। পেমেন্টের পর আবেদনকারী সরাসরি শিডিউল সিলেক্ট করবে। এরপর গতানুগতিকভাবে প্রসেস চলবে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে মৌখিক ও চক্ষু দিতে হলে ৪ টি লিখিত পরীক্ষার সবগুলো পাশ করতে হবে।



আবেদনকারী যদি কোন মৌখিক পরীক্ষায় ফেল করে বা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তাকে ঐ পরীক্ষার রি-সিট করতে হয়। এজন্য কোনো পরীক্ষায় ফেল করলে সেই আবেদনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরীক্ষার ফলাফলের পাশে রি-সিট বাটন উন্মুক্ত হয়। আবেদনকারী এই রি-সিট বাটন ক্লিক করে নতুন আবেদন করবে। রি-সিট করার পর পেমেন্ট করতে হবে যা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। পেমেন্টের পর আবেদনকারী সরাসরি শিডিউল সিলেক্ট করবে। এরপর গতানুগতিকভাবে প্রসেস চলবে।

আবেদনকারী শুধু চক্ষু পরীক্ষায়েও ফেল করলে সেই আবেদনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরীক্ষার ফলাফলের পাশে "রি-সিট" বাটন উন্মুক্ত হয়। আবেদনকারী এই রি-সিট বাটন ক্লিক করে নতুন আবেদন করবে। তখন শুধু চক্ষু পরীক্ষা দিতে পারবে। লিখিত এবং মৌখিক একবার পাশ করে গেলে আর দিতে হবে না। রি-সিট করার পর পেমেন্ট করতে হবে যা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। রিসিট আবেদনে পুনরায় ডকুমেন্ট জমা এবং আসসেসমেন্ত প্রয়োজন হবে না। চক্ষু পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার শিডিউল এর প্রয়োজন হয়ে না। তাই আবেদনকারী পেমেন্ট করার পর সরাসরি Dos অফিসে গিয়ে চক্ষু পরীক্ষা দিয়ে আসবে।





পরীক্ষা দেওয়ার পরে রেজাল্ট প্রসেস শুরু হবে। প্রথমে এক্সজামিনার পাস/ফেল দিবে তারপর যাবে চিফ এক্সজামিনার কাছে। চিফ এক্সজামিনার পাস দিলেই আবেদনকারী চক্ষু পরীক্ষায়ে পাস করতে পারবে। পরবর্তী ধাপে প্রিন্টিং অপারেটর কিছু তথ্য এড করার পর আবার চিফ এক্সজামিনার এর কাছে যাবে। চিফ এক্সজামিনার অনুমোদন করলেই শেষে ডিজি এর কাছে যাবে। ডিজি অনুমোদন করলেই সনদটি আবেদনকারীর ডেসবোর্ড এ চলে আসবে এবং ডাউনলোড করতে পারবে।

আবেদনকারীর আবেদনটি কখন কোন ধাপে আছে সেটি আবেদনকারীর ডেসবোর্ড থেকে দেখতে পারবে।



### সনদ অনুমোদিত হলে প্রিন্টকৃত সনদ দেখতে হবে নিম্নরূপঃ



#### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর ৩৬ ধারা মোতাবেক জারিকৃত



( ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার )

সনদ নম্বর : C41XXXX852



সনদধারীর নাম : আসফাক হাসান পিয়াস মাতার নাম : আবেদনকারীর মাতার নাম

সনাক্তকারী চিহ্ন : প্রযোজ্য নয়

জন্ম তারিখ : ১৮ মার্চ, ১৯৯৮ জাতীয়তা : বাংলাদেশী রক্তের গ্রুপ : এ+

আই সি এন নম্বর: 2024XXXXXXXX001

সনদ জারির তারিখ: ১ জানুয়ারী, ২০২৪ সনদের মেয়াদ : ১ জানুয়ারী, ২০২৯

সনদ জারির স্থান: নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ

Lyma

সনদধারীর স্বাক্ষর

মহাপরিচালক নৌপরিবহন অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে , সনদধারী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-অধ্যাদেশের ১৯৭৬ অধ্যাদেশের ৩৬ ধারা মোতাবেক যোগ্য এবং নিম্নলিখিত কর্যক্রম ও সীমাবন্ধতা শর্তসাপেক্ষে দায়িত্ব স্পম্পাদনে সনদের মেয়াদ পর্যন্ত সক্ষম।

কাৰ্যক্ৰম	সীমাবন্ধতা (যদি থাকে)			
ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার	১০০০ কিলোওয়াট			



(সনদটি যাচাই করতে কোডটি স্ক্যান করুন)

দ্রস্টব্য: সনদধারী ব্যতীত এই সনদ অন্য কারো হস্তক্ষেপ হলে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, এফ -১২/সি -১ আগারগাঁও শেরেবাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ বরাবরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। ডাক খরচ প্রাপক কর্তৃক বহন করা হইবে।